

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাজেট পরিবর্তন, অর্থবছর ২০২৬-২০২৭

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২
- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬
- অর্থ আইন, ২০২৬

মো: হযরত আলী

ব্যবস্থাপক (ভ্যাট ও ট্যাক্স), ম্যাটাডোর গ্রুপ
কর আইনজীবী।

সদস্য, বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনালস ফোরাম
সদস্য, ফাউন্ডেশন অব চার্টার্ড ট্যাকসেশন অব বাংলাদেশ

ধারা ২ এর দফা ১৮(ক) “উপকরণ”

ধারা ২ এর দফা (১৮ক) এর উপ-দফা (ক) এর প্রারম্ভে উল্লিখিত “শ্রম,” শব্দ ও কমা বিলুপ্ত করা হয়েছে;

ব্যাখ্যা-১ লা জুলাই ২০২৬ থেকে “শ্রম বা মানব সম্পদ” উপকরণ হিসাবে গন্য হবে এবং “শ্রম বা মানব সম্পদ” এর বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।

ধারা ২ এর দফা ৪৮ “তালিকাভুক্তিসীমা”

দফা (৪৮) “তালিকাভুক্তিসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ২[৩০ (ত্রিশ) লক্ষ] টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
- (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশবিশেষের বিক্রয় মূল্য; বা
- (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;

ব্যাখ্যা-উপরোক্ত দফা (তালিকাভুক্তিসীমা) বিলপ্ত করা হয়েছে। ছোট ও খুচরা ব্যবসায়ী ভ্যাটের আওতা আসবে।

ধারা ২ এর দফা ৭৬(ক) “ব্যবসায়ী”

“(৭৬ক) “ব্যবসায়ী” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি তৎকর্তৃক আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন;”।

নতুন দফা সংযোজন করে
ব্যবসায়ীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ধারা ৪ এর উপ-ধারা ৩ নতুন সংযোজন

“(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা (BIN) বা তালিকাভুক্তির প্রমাণক বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যাংক বা NBFİ বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চলতি হিসাব বা STD হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে;

(খ) যে কোন ব্যাংক বা NBFİ বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে;

(ঘ) কোন Mobile Financial Services (MFS) এর Marchant Account খোলার ক্ষেত্রে;

(ঙ) বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ বা নবায়নের ক্ষেত্রে;

(চ) কোন প্রতিষ্ঠানের নামে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে; এবং

(ছ) বিআরটিও হইতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের ক্ষেত্রে।

ধারা ২০ প্রতিস্থাপন

২০। আমদানিকৃত সেবার উপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ ও আদায়।—

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম তফসিলে বর্ণিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত সকল সেবা করযোগ্য সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর হইবে শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ।
- (২) আমদানিকৃত সেবা সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের দায়ভার সেবা সরবরাহের গ্রহণকারীর উপর বর্তাইবে।
- (৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে যদি কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কোন স্থান হইতে এবং বাংলাদেশের বাহিরে বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, সেই ক্ষেত্রে—
 - (ক) উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে পরিচালিত করযোগ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দুইজন পৃথক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হইবে;
 - (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট সেবার প্রকৃতিবিশিষ্ট সুবিধা সম্বলিত সেবা প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বা ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে;
 - (গ) সেবা সরবরাহ করা হইয়াছে উহা অনুমান করিয়া সরবরাহের সময় নির্ধারণ করা হইবে; এবং
 - (ঘ) সেবা সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সহযোগীর নিকট প্রদান করা হইয়াছে অনুমান করিয়া উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।
- (৪) সংশ্লিষ্ট সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবামূল্যের আংশিক বা পূর্ণমূল্য পরিশোধের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিয়া অবশিষ্ট অর্থ সেবা সরবরাহকারীকে পরিশোধ করিবেন।
- (৫) উৎসে মুসক কর্তনকারী ব্যাংক বা অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর, সেবা আমদানিকারকের পক্ষে “ট্রেজারি চালান” এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করিয়া তাহার দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিবেন।
- (৬) পরিশোধের পরবর্তীতে ইস্যুকৃত “ট্রেজারি চালান” এর একটি কপি সেবা আমদানিকারককে কর পরিশোধের প্রমাণক হিসেবে প্রদান করিবেন, যাহা সেবা আমদানিকারকের জন্য একটি কর চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত হইবে।
- (৭) কোন নিবন্ধিত সেবা আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত সেবা, আইনের উপকরণ কর সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে উপকরণ কর হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের জন্য নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী তিনি উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য হইবেন।

ধারা ৩২ এর উপধারা ৬ নতুন সংযোজন

“(৬) প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে কোন পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি থাকিলে উৎপাদন পরবর্তীতে যে কোনো সরবরাহকালে পূর্বের ক্রয়ের চালানপত্র থাকা সাপেক্ষে শুধুমাত্র প্রকৃত সংযোজনের বিপরীতে ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিতে পারিবে, তবে, এইরূপ পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে সহগ ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে।”।

ব্যাখ্যা- নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য মূসক চালানোর মাধ্যমে ক্রয় করে, মূসক-৪.৩.১ এর মাধ্যমে সহগ ঘোষণা করে শুধুমাত্র সংযোজনের উপর ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করে সরবরাহ করতে পারবে। ধারা ৪৬ এর উপধারা ১ এর দফা (ত) অনুযায়ী ক্রয়কৃত পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক রেয়াতযোগ্য হবে না। নীট মূসক = সংযোজন × ১৫% অর্থাৎ (ক্রয়মূল্য- বিক্রয়মূল্য) × ১৫%

ধারা ৪৬ “উপকরণ কর রেয়াত”

“(ত) ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৬) এর আওতায় ঘোষিত উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ করা”;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) বিলুপ্ত করা হয়েছে

ব্যাখ্যা- (ত) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ত) নতুন সংযোজন। ধারা ৩২ এর উপ-ধারা ৬ এর আওতায় সরবরাহে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না।

(খ) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা ২ এর দফা (ঘ) বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে পণ্য পরিবহন সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মুসক এর ৮০% রেয়াত যোগ্য ছিল, এখন পুরো অংশই (১০০%) রেয়াতযোগ্য।

ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা ১ প্রতিস্থাপন (টার্নওভার কর)

“(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, অঞ্চল ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী খাত ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ টার্নওভার কর নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহা ২ (দুই) লক্ষ টাকার অধিক হইবেনা, এবং তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর উক্ত টার্নওভার কর প্রদান করিবেন।”।

ব্যাখ্যা- পূর্বে ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা ১ অনুযায়ী টার্নওভার কর ছিল ৪ (চার) শতাংশ। অর্থবিল ২০২৬ অনুযায়ী উক্ত উপ-ধারা বিলুপ্ত হয়ে উপরোক্ত উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সরকার SRO এর মাধ্যমে টার্নওভার করের পরিমাণ, সীমা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিবে।

ধারা ৬৪ “দাখিলপত্র পেশ” (পুরো ধারা প্রতিস্থাপন)

- ৬৪। দাখিলপত্র পেশ।—(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তযোগ্য ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতি তিন কর মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে, তবে ১৫ (পনেরো) তম দিবসে সরকারি ছুটি থাকিলে তৎপরবর্তী কার্যদিবসে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা এবং শূন্য রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতি তিন কর মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ২০ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তযোগ্য ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করিলে প্রত্যেক কর মেয়াদে স্বেচ্ছায় পরবর্তী করমেয়াদের যেকোন দিনে দাখিলপত্র পেশ করিতে পারিবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতি তিন কর মেয়াদ সমাপ্তির পর দাখিলপত্র পেশ করিলেও পূর্ববর্তী তিন কর মেয়াদের প্রদেয় করের সমষ্টির এক তৃতীয়াংশ, কর মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং তৃতীয় কর মেয়াদে প্রকৃত প্রদেয় করের হিসাব করিয়া ক্ষেত্রমত, ট্রেজারি চালান জমা প্রদানপূর্বক দাখিলপত্রের নির্ধারিত কলামে প্রদর্শন করিতে হইবে।
- (৪) এই ধারার অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জনস্বার্থে, বোর্ড, আদেশ দ্বারা, সুদ ও জরিমানা ব্যতীত, দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- (৫) মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্ত দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।
- (৬) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিলপত্র পেশ বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।

- * ১ লা জুলাই ২০২৬ থেকে প্রতি তিন মাস / কর মেয়াদ পর পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র /রিটার্ন (মূসক-৯.১) দাখিল করা যাবে। ১৫ (পনেরো) তম দিবসে সরকারি ছুটি থাকিলে তৎপরবর্তী কার্যদিবসে দাখিলপত্র দাখিল করা যাবে।
- * প্রতিষ্ঠান চাইলে প্রতি মাস শেষে, পরবর্তী মাসের যেকোন দিন দাখিলপত্র /রিটার্ন (মূসক-৯.১) দাখিল করতে পারবে।
- * পূর্ববর্তী তিন কর মেয়াদের প্রদেয় করের সমষ্টির ১/৩ অংশ কর মেয়াদ শেষে, পরবর্তী কর মেয়াদের ১৫ দিনের মধ্যে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

ধারা ৮৫ “জরিমানা আরোপ”

ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ঝ) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে-

(ঝ)	দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমান বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় পরিমান হ্রাস করিবার অনিয়ম;	বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয় বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের অনূন ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ;
-----	---	---

ব্যাখ্যা-জরিমানা অনূন ৫০% ও অনূর্ধ্ব ১০০% থেকে অনূন ৩০% ও অনূর্ধ্ব ৫০% করা হয়েছে।

(ত)	তামাক বা তামাকজাত পণ্যের কর নিরূপণ, স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা কোন কোড বা চিহ্ন ব্যবহার ব্যতিরেকে বা নকল স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা নকল চিহ্ন সম্বলিত পণ্য সরবরাহ বা সরবরাহের অভিপ্রায়ে নিবন্ধন স্থলের সীমানার বাহিরে মজুদ করা হলে বা কারো অধিকারে পাওয়া গেলে;	পরিহারকৃত করের অনূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব দ্বিগুণ;
(থ)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মুসক সফটওয়্যার সরবরাহের জন্য অনুমোদিত কোন সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা ট্যাম্পারিং, পরিবর্তন বা ডাটা শেয়ারিং বা রিপোর্টিং এর মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের মুসক পরিহার বা পরিহারের অভিপ্রায় চিহ্নিত হইলে সফটওয়্যার সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারী উভয় প্রতিষ্ঠানকে;	পরিহারকৃত করের অনূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব দ্বিগুণ;

দফা-(ত) ও (থ) নতুন সংযোজন

ধারা ৯০ “করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান”

ধারা ৯০ এর উপ-ধারা ৬ নতুন সংযোজন করা হয়েছে-

(৬) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নোটিশ প্রদানের ২ (দুই) মাসের মধ্যে তিনি যাবতীয় দলিলাদি মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন এবং তদ্পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ (এক) মাস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং উক্ত সময়েও দলিলাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ সর্বোত্তম বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক (Best Judgment Assessment) নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ধারা ১০৭ “রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ”

ধারা ১০৭ এর উপ-ধারা ২ক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে-

“(২ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূসক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কর সংক্রান্ত দলিলাদি ও হিসাবপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র যথাযথ নিরাপত্তাসহ সার্ভারে সংরক্ষণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ সংরক্ষিত দলিলাদি আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণক হিসেবে গণ্য হইবে এবং এক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের নিকট ইলেকট্রনিকভাবে তাহা উপস্থাপন করা যাইবে।”।

ব্যাখ্যা- সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূসক সংক্রান্ত সকল দলিলাদি ও হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা যাবে।

ধারা ১২১ “কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপীল”

ধারা ১২১ এর উপ-ধারা ২ সংশোধন করা হয়েছে-

কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপীলের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে উল্লেখিত দাবিকৃত করের ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে।

ধারা ১২২ “আপিল ট্রাইব্যুনালে আপীল”

ধারা ১২২ এর উপ-ধারা ২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে-

“(২) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত, ১ (এক) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।”।

ব্যাখ্যা- পূর্বে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপীলের সময় তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের ১০ শতাংশ কর জমা দেওয়ার বিধান ছিল এবং কমিশনার (আপিল) কর্তৃক আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের সময় কোন কর জমা প্রদানের বিধান ছিল না। এখন উভয় ক্ষেত্রে আপীলের সময় ১ শতাংশ কর জমা দিতে হবে।

ধারা ১২৪ “হাইকোর্ট বিভাগে আপীল”

ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা ৪ সংশোধন করা হয়েছে-

হাইকোর্ট বিভাগে আপীলের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে উল্লেখিত দাবিকৃত করের ১০ শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে।

ধারা ১৩৭ক “প্রদেয় কর বা অর্থদণ্ড বা পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান”

১৩৭ক। প্রদেয় কর বা অর্থদণ্ড বা পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।- (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ধারা ১৩৭ এর অধীন রহিতকৃত মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন পূর্বের কোন প্রদেয় বা উৎসে কর্তিত কর অথবা আরোপিত অর্থদণ্ড অথবা অন্যকোন পাওনা ১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে মাসিক ২ (দুই) শতাংশ হারে ২৪ (চব্বিশ) মাসের সরল সুদ/অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ এর পূর্বে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুদ/অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য না হওয়ায় উক্ত সময়ের পূর্বের কোন পাওনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদ/অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবেনা।

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন ১ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এর পূর্বের কোন প্রদেয় বা অনিয়মিতভাবে রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ বা উৎসে কর্তিত কর অথবা আরোপিত অর্থদণ্ড অথবা অন্যকোন পাওনা ১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে ২৪ (চব্বিশ) মাসের সরল সুদ প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা- সরকার রাজস্ব আদায়ের জন্য ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য সকল বকেয়া কর পরিশোধ সাপেক্ষে ২৪ মাসের অধিক সময়ের সুদ মওকুফ করে দিয়েছে।

প্রথম তফসিল: “অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবাসমূহ”

প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে শিরোনাম সংখ্যা- ০৩.০২, ০৩.০৩, ০৩.০৪, ১২.১১, ১৩.০১ পণ্যসমূহ প্রথম তফসিল থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং আমদানি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূল্য আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহে অনুচ্ছেদ ৬ এ “(চ)কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা।” কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় তফসিল: “হাসকৃত হার ও সুনির্দিষ্ট কর আরোপকৃত পণ্য ও সেবাসমূহ”

টেবিল-৪ (খন্ড-ক মূসক আরোপযোগ্য পণ্য): সুনির্দিষ্ট কর আরোপকৃত পণ্যে বেশ কিছু পণ্য নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিরোনামা সংখ্যা- ২২.০৮: বাংলাদেশে প্রস্তুত বিলাতি মদ: প্রতি লিটার ৫০০ টাকা।

শিরোনামা সংখ্যা- ২৪.০১: অপ্রক্রিয়াজাত তামাক

(রপ্তানি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রসেসিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে
ব্যতীত প্রসেসিং ইউনিট হইতে পণ্যের বিনিময়ে অন্যকোনো
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে)

: প্রতি কেজি ৫০ টাকা।

টেবিল-৪ (খন্ড-ক মূসক আরোপযোগ্য পণ্য): সুনির্দিষ্ট কর আরোপকৃত পণ্যে বেশ কিছু পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিরোনামা সংখ্যা- ৭২.০৪: স্ক্র্যাপ/শীপ স্ক্র্যাপ: প্রতি মেঃ টন ১৫০০ টাকা।

শিরোনামা সংখ্যা-৭২.১৩: আমদানি/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রি-রোলেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য -প্রতি মেঃ টন ২১০০ টাকা।

শিরোনামা সংখ্যা-৭২.১৪: আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার বিলেট ও ইনগট- প্রতি মেঃ টন ১৯০০ টাকা।

শিরোনামা সংখ্যা-৭২.১৫: বিলেট/ইনগট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য- প্রতি মেঃ টন ২০০০ টাকা।

শিরোনামা সংখ্যা-৭২.১৬: গর্দা/মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত ইনগট/বিলেট এবং ইনগট/বিলেট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য- প্রতি মেঃ টন ৩৪০০ টাকা।



Thank You
Ensuring VAT Compliance for Sustainable Business Growth